কতিপয় নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রীর
আর্ন্তজাতিক ও অভ্যন্তরীন বাজার দরের তথ্যঃ
(তারিখঃ ৩০/০৭/২০২৬)

চালঃ

চালের বার্ষিক চাহিদা প্রায় ৩৮৬ লক্ষ মে.টন। ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে চালের উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ৪৪১.৬৫ লক্ষ মে.টন এবং ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে অর্জিত উৎপাদন ৪০৬.২৯ লক্ষ মে.টন.।(সূত্রঃ বাংলাদেশ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর জুন ১০, ২০২৬)।

চাল আমদানিতে সব মিলিয়ে ৬৩.২৫ শতাংশ শুল্ককর রয়েছে। তবে দেশে চালের দাম বেড়ে যাওয়ায় গত বছরের অক্টোবরে (২০২৫) দুই ধাপে বিভিন্ন ধরনের শুল্ককর কমানো ও অব্যাহতি দেওয়া হয়। বর্তমানে বেশির ভাগ চাল আমদানিতে মাত্র ২ শতাংশ অগ্রিম শুল্ক কর রয়েছে। তবে শুল্ককর ছাড় পেতে হলে আগে খাদ্য মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদন নিতে হয়।

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ৩০-০৭-২০২৬ তারিখের তথ্যানুসারে, সরকারি খাদ্যশস্য মজুত প্রায় ২৪.০২ লক্ষ মে. টন। সরকারি গুদামে চাল মজুদ রয়েছে ১৯.৯৩ লক্ষ মে. টন এবং আমদানি পরিস্থিতি সরকারি খাতে ০.১০লক্ষ মে. টন এবং বেসরকারি খাতে ০.১৫ লক্ষ মে. টন।

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের ৩০-০৭-২০২৬ তারিখের তথ্যমতে, বর্তমানে প্রতি মে.টন চালের আর্ন্তজাতিক বাজার দর ছিল ৪৫২ ডলার যা ১ মাস আগে ছিল ৪৯০৭৭ ডলার, যা মূল্য হ্রাস পেয়েছে। মাসিক মূল্য ৮. ৫০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। **আর্ন্তজাতিক বাজারে চালের মূল্য হ্রাস পেয়েছে।**

এফবিসিসিআই তথ্যানুসারে, বর্তমানে প্রতিকেজি মোটা চালের মূল্য ৫২-৬০ টাকা। (তারিখঃ ৩০-০৭-২০২৬)

গমঃ

দেশে গমের বার্ষিক চাহিদা প্রায় ৭০ লক্ষ মে.টন। ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে গম উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ১২.২১ লক্ষ মে.টন এবং ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে অর্জিত উৎপাদন ১১.২৩ লক্ষ মে.টন। (সূত্রঃ বাংলাদেশ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর জুন ১০, ২০২৬)।

বার্ষিক আমদানির পরিমান ৬৫ লক্ষ মে.টন।গম মুলতঃ ভারত, রাশিয়া, ইউক্রেন, কানাডা, পাকিস্তান, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও নিউজিল্যান্ড থেকে আমদানি করা হয়ে থাকে।

গম আমদানিতে কোন শুল্ক নাই।

খাদ্য মন্ত্রণালয়ে ৩০-০৭-২০২৬ তারিখের তথ্যানুসারে সরকারি গুদামে **গম মজুদ রয়েছে ২.৯২ লক্ষ মে. টন** এবং আমদানি পরিস্থিতি সরকারি খাতে **আমদানি ০.০৪ লক্ষ মে. টন** এবং **বেসরকারি খাতে আমদানি ৩.৪৮ লক্ষ** মে. টন।

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের ৩০-০৭-২০২৬ তারিখের তথ্যমতে, বর্তমানে প্রতি মে.টন গমের আর্ন্তজাতিক বাজার দর ২৩৫ ডলার যা ১ মাস আগে ছিল ২৩৬ ডলার। যা মূল্য স্থিতিশীল রয়েছে। **আর্ন্তজাতিক বাজারে গমের মূল্য স্থিতিশীল রয়েছে।**

চিনিঃ

দেশে চিনির বার্ষিক চাহিদা প্রায় ২০-২২ লক্ষ মে.টন। গড়ে মাসে চাহিদা ১.৫ লক্ষ মেট্রিক টন। রমজানে চাহিদা প্রায় ৩ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০২৩-২০২৪ দেশীয়ভাবে চিনির উৎপাদন প্রায় ৩০,০০০ মে.টন। (সূত্রঃ বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন)। অপরিশোধিত চিনি আমদানি প্রায় ২১ লক্ষ মে. টন। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড চিনি আমদানিতে দেশীয় শিল্প সংরক্ষণের জন্য ৩০ % এর পরির্বতে ২৫% শুল্ক আরোপ করা রয়েছে। অপরিশোধিত চিনি পরিশোধন কালে ৬.৫% প্রসেস লস হয়। অপরিশোধিত চিনি আমদানিতে সিডি ১২%, **আরডি ১৫%,** ভ্যাট ১৫%, এটি-৪% সহমোট শুল্ক প্রায় ৪৬%। পরিশোধিত চিনি আমদানিতে শুল্ক করভার ৬৭% শতাংশ। পরিশোধিত চিনি আমদানির উপর সিডি প্রতি মেটিক টন ৬০০০ টাকা এর পরির্বতে ৪৫০০ টাকা নির্ধারন করা হয়েছে।

বর্তমানে ১ কেজি চিনি আমদানিতে ৩২ টাকা শুল্ক দিতে হয়।

বর্তমানে অপরিশোধিত চিনির আর্ন্তজাতিক বাজার মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের ৩০-০৭-২০২৬ তারিখের তথ্যমতে, এক মাস পূর্বে প্রতি মে.টন অপরিশোধিত চিনির আর্ন্তজাতিক বাজারদর ছিল ৩১৬.১৪ ডলার যা বর্তমানে ৩১৩.৩৯ ডলার। মাসিক মূল্য ৫.৯১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। আর্ন্তজাতিক বাজারে **প্রতি**কেজি অপরিশোধিত চিনির বাংলাদেশী দর ৩৯.০৬ টাকা।

এফবিসিসিআই তথ্যানুসারে, বর্তমানে প্রতিকেজি খোলা চিনির মূল্য ১০০-১০৫ টাকা । (তারিখঃ ৩০-০৭-২০২৬)

ভোজ্যতেলঃ

দেশে ভোজ্যতেলের বার্ষিক চাহিদা প্রায় ২৫-৩০ লক্ষ মে.টন। ভোজ্যতেলের স্থানীয় উৎপাদন ২.০৩ লক্ষ মেট্রিক টন। গড়ে মাসে চাহিদা ১.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন। রমজানে চাহিদা প্রায় ৩ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে ২.০৬ লক্ষ মে.টন সয়াবিন এবং সুর্যমুখী ০.২৫ লক্ষ মে.টন দেশে উৎপাদিত হয়। ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে সরিষা উৎপাদনের লক্ষমাত্রা ছিল ১৭.৫৩ লক্ষ মে.টন এবং ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে সরিষা অর্জিত উৎপাদন ১৫.৪১ লক্ষ মে.টন । (সূত্রঃ বাংলাদেশ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর জুন ১০, ২০২৬)।

আমদানি প্রায় ১৮.০০ লক্ষ মে.টন। অপরিশোধিত সয়াবিন তেলের আমদানি প্রায় ৫.০০ লক্ষ মে.টন। সয়াবিন বীজের আমদানি প্রায় ২৪ লক্ষ মে.টন (যা থেকে ৪ লক্ষ মে. টন অপরিশোধিত তেল হয়)। অপরিশোধিত পাম অলিনের আমদানি প্রায় ১১.০০ লক্ষ মেট্রিক টন। অপরিশোধিত সয়াবিন তেল পরিশোধনকালে ১% প্রসেস লস হয়।

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের ৩০-০৭-২০২৬ তারিখের তথ্যমতে, অপরিশোধিত সয়াবিন তেলের **আর্ন্তজাতিক বাজার মূল্য স্থিতিশীল রয়েছে** । একমাস পূর্বে প্রতি মে.টন অপরিশোধিত সয়াবিন তেলের দাম ছিল ১২১৩.৬৫ ডলার যা বর্তমানে ১১৯৫.৩৫ ডলার এবং ১ বছর পূর্বে ছিল ১০৭৮.৫১ ডলার। **মূল্য** স্থিতিশীল **রয়েছে** । মাসিক মূল্য ১.৫১ শতাংশ **হ্রাস** পেয়েছে এবং বাৎসরিক মূল্য ১০.৮৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। আর্ন্তজাতিক বাজারে **প্রতি**কেজি অপরিশোধিত সয়াবিন তেলের বাংলাদেশী দর ১৪০.৬৩।

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের ৩০-০৭-২০২৬ তারিখের তথ্যমতে**, পরিশোধিত পাম তেলের আর্ন্তজাতিক বাজার মূল্য স্থিতিশীল রয়েছে**। এক মাস পূর্বে প্রতি মে.টন অপরিশোধিত পাম তেলের দাম ১১৪২.৫০ ডলার যা বর্তমানে ১১৪৬.৫০ ডলার এবং ১ বছর পূর্বে ছিল ১০২৭.৫০ ডলার। মাসিক মূল্য ০.৩৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বাৎসরিক মূল্য ১১.৫৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। আর্ন্তজাতিক বাজারে প্রতি কেজি পরিশোধিত পাম তেলের বাংলাদেশী দর ১৩৪.৮৯ টাকা।

বর্তমানে সরকার নির্ধারিত মূল্য (২৯-০৪-২০২৬) বোতলজাত ১ লিটার সয়াবিন তেলের দাম ১৯৯ টাকা যা এতদিন ১৯৫ টাকা ছিল, ৫ লিটার বোতলজাত সয়াবিন তেলের নতুন দাম ৯৭৫ টাকা, যা আগে ছিল ৯৫৫ টাকা। এছাড়া প্রতি লিটার খোলা (লুজ) সয়াবিন তেলের দাম ১৮০ টাকা, যা আগে ছিল ১৭৬ টাকা এবং প্রতি লিটার পাম তেলের দাম ১৬৬ টাকা, যা আগে ছিল ১৬৬ টাকা যা অপরিবর্তনীয় আছে অর্থাৎ পাম তেলের মূল্য বৃদ্ধি করা হয়নি। প্রতি লিটার খোলা সয়াবিন ও বোতলজাত সয়াবিন তেলের মূল্য ৪ টাকা করে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বর্তমানে পরিশোধিত সয়াবিন তেল, অপরিশোধিত সয়াবিন তেল ও অপরিশোধিত পামতেল আমদানিতে আরোপিত ১৫% ভ্যাট আরোপ করা হয়েছে। স্থানীয় উৎপাদন ও ব্যবসায়ী পর্যায়ে পরিশোধিত সয়াবিন ও পরিশোধিত পাম তেল এর উপর ভ্যাট আরোোপ করা হয়েছে। আমদানির উপর আগাম কর ৫ শতাংশ এবং উৎস কর ০.৫ শতাংশ আরোপ করা হয়েছে।

মশুর ডালঃ

দেশে মশুর ডালের বার্ষিক চাহিদা প্রায় ৬ লক্ষ মে.টন। (তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন)। ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে মশুর ডাল উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ১.৬১ লক্ষ মে.টন এবং ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে মশুর ডালের স্থানীয় উৎপাদন ছিল ১.৫৮ লক্ষ মে. টন। (সূত্র: বাংলাদেশ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর জুন ১০, ২০২৬)।

বাৎসরিক আমদানি প্রায় ৪ লক্ষ মেট্রিক টন। মিলিং কালে ৩.৫% প্রসেস লস হয়। মশুর ডাল আমদানিতে কোন শুল্ক নাই।

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের ৩০-০৭-২০২৬ তারিখের তথ্যমতে, এক মাস পূর্বে প্রতি মে.টন মশুর ডালের আর্ন্তজাতিক বাজার দর ছিল ৪২৯.৮৭ ডলার যার বর্তমান মূল্য ৪২৯.৮৭ ডলার। আর্ন্তজাতিক বাজার মূল্য স্থিতিশীল রয়েছে। আর্ন্তজাতিক বাজারে প্রতি কেজি মশুর ডালের বাংলাদেশী দর ৫০.৫৭ টাকা।

এফবিসিসিআই তথ্যানুসারে, বর্তমানে প্রতিকেজি ছোট দানার মশুর ডালের মূল্য ১৫০-১৭০ টাকা এবং প্রতিকেজি বড় দানার মশুর ডালের মূল্য ১০০ টাকা । (তারিখঃ ৩০-০৭-২০২৬)

ছোলাঃ

দেশে ছোলার বার্ষিক চাহিদা প্রায় ১.৫ লক্ষ মে.টন। আমদানি প্রায় ২ লক্ষ মেট্রিক টন। রমজানে চাহিদা প্রায় ১ লক্ষ মেট্রিক টন। মাসিক চাহিদা ০.০৫ লক্ষ মে.টন। ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে ছোলা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ০.০২৪ লক্ষ মে.টন এবং ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে অর্জিত উৎপাদন ০.০২০ লক্ষ মে.টন। (সূত্র: বাংলাদেশ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর জুন ১০, ২০২৬)।

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের ৩০-০৭-২০২৬ তারিখের তথ্যমতে, এক মাস পূর্বে প্রতি মে.টন ছোলার আর্ন্তজাতিক বাজার দর ছিল ৪৩৪.৭০ ডলার আর বর্তমানে তা ৪৭৬.১০ ডলার। **মাসিক মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে।** আর্ন্তজাতিক বাজারে প্রতি কেজি ছোলার বাংলাদেশী দর ৫৬.০১ টাকা।

এফবিসিসিআই তথ্যানুসারে, বর্তমানে প্রতিকেজি ছোলার বাজার দর ৯০-১০০ টাকা। (তারিখঃ ৩০-০৭-২০২৬)

পেঁয়াজঃ

দেশে পেঁয়াজের বার্ষিক চাহিদা প্রায় ২৫-৩০ লক্ষ মে.টন। রমজানে চাহিদা প্রায় ৫ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে পেঁয়াজের উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ৪৪.৩৭ লক্ষ মে.টন এবং ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে পেঁয়াজের অর্জিত উৎপাদন ৪৯.০৩ লক্ষ মে.টন। (সূত্র: বাংলাদেশ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর জুন ১০, ২০২৬)।

আমদানী প্রায় ৬-৭ লক্ষ মে.টন। পেয়াঁজ সংরক্ষণ কালে প্রক্রিয়াজাতকরণ ক্ষতি ২৫% প্রসেস লস হয়। আমদানিকৃত পেঁয়াজে প্রক্রিয়াজাতকরণ ক্ষতি ৮-১০%।

বর্তমানে পেয়াঁজ আমদানিতে কাস্টমস শুল্ক ১০ শতাংশ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের ৩০-০৭-২০২৬ তারিখের তথ্যমতে, এক মাস পূর্বে প্রতি মে.টন পেয়াঁজের আর্ন্তজাতিক বাজার দর ছিল ২২২.৭৪ ডলার আর বর্তমানে তা ২১২.৩৫ ডলার। আর্ন্তজাতিক বাজার **মূল্য স্থিতিশীল রয়েছে।** আর্ন্তজাতিক বাজারে (ভারত) প্রতি কেজি পেয়াঁজের বাংলাদেশী দর ২৪.৯৮ টাকা।

এফবিসিসিআই তথ্যানুসারে, বর্তমানে প্রতিকেজি পেঁয়াজের মূল্য ৫০-৬০ টাকা। (তারিখঃ ৩০-০৭-২০২৬)

রসুন ঃ

রসুনের বার্ষিক চাহিদা প্রায় ৬.৫ লক্ষ মে.টন। ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ৮.২৮ লক্ষ মে.টন এবং ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে রসুন উৎপাদিত হয়েছে ৮.৪৮ লক্ষ মে.টন । (সূত্রঃ বাংলাদেশ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর জুন ১০, ২০২৬)।

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের ৩০-০৭-২০২৬ তারিখের তথ্যমতে, এক মাস পূর্বে প্রতি মে.টন রসুনের আর্ন্তজাতিক বাজার দর ছিল ১০৫৬.৫৬ ডলার যার বর্তমান মূল্য ১০৮১.৮৮ ডলার। মূল্য স্থিতিশীল রয়েছে।

এফবিসিসিআই তথ্যমতে, দেশীয় বাজারে রসুন(দেশী) কেজি প্রতি বিক্রয় মূল্য ১০০-১১০ টাকা যা গত মাসে ছিল ৮০-১০০ টাকা। (তারিখঃ ৩০-০৭-২০২৬)

আদাঃ

আদার বার্ষিক চাহিদা প্রায় ৩.১০ লক্ষ মে.টন। রমজানে চাহিদা প্রায় ৫০ হাজার মেট্রিক টন। ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে আদা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ২.৬১ লক্ষ মে.টন এবং ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে আদা উৎপাদিত হয়েছে ২.৬২ লক্ষ মে.টন । (সূত্রঃ বাংলাদেশ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর জুন ১০, ২০২৬)।

আদা আমদানিতে ১০% শতাংশ শুল্ক-কর রয়েছে।

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের ৩০-০৭-২০২৬ তারিখের তথ্যমতে, এক মাস পূর্বে প্রতি মে.টন আদার আর্ন্তজাতিক বাজার দর ছিল ৩৯৭.৭৫ ডলার যার বর্তমান মূল্য ৩৮৮.৪৪ ডলার। **মূল্য স্থিতিশীল রয়েছে।**

এফবিসিসিআই তথ্যানুসারে, বর্তমানে প্রতিকেজি আদার খুচরা মূল্য ১৫০-১৬০ টাকা । (তারিখঃ ৩০-০৭-২০২৬)

লবনঃ

লবনের বার্ষিক চাহিদা প্রায় ২৫.৪৪ লক্ষ মে. টন। বিসিকের হিসাবমতে, ২০২৫- ২০২৬ অর্থবছরে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ২৭ লক্ষ ৩৫ হাজার মে.টন। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে লবন প্রায় ২১ লক্ষ মে.টন উৎপাদন হয়েছে। খোলা লবন ১৪-১৬ টাকা কেজি এবং মিলগেটে প্যাকেট কোম্পানী লবন ৩০-৩১ টাকা কেজি। বর্তমানে প্রতি কেজি লবন আয়োডিনযুক্ত প্যাকেট ৪০-৪২ টাকা দরে বিক্রয় হচ্ছে ।

আলুঃ

আলুর বার্ষিক চাহিদা প্রায় ১০০-১০৫ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০২৫- ২০২৬ অর্থবছরে আলু উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ১১৩.৬৪ লক্ষ মে.টন এবং ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে অর্জিত উৎপাদন ১১৭.৮৪ লক্ষ মে. টন। (সূত্র: বাংলাদেশ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর জুন ১০, ২০২৬)।

এফবিসিসিআই এর তথ্যমতে, বর্তমানে প্রতি কেজি আলু ২৫-৩০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। (তারিখঃ ৩০-০৭-২০২৬)

খেজুর ঃ

খেজুরের বার্ষিক চাহিদা প্রায় ১ লক্ষ মে.টন। রমজানে চাহিদা ৫০০০০ মেট্রিক টন। এফবিসিসিআই তথ্যানুসারে, বর্তমানে প্রতি কেজি খেজুর সাধারন মানের ২৮০- ৫৫০ টাকা দরে বিক্রয় হচ্ছে। (তারিখঃ ৩০-০৭-২০২৬)

বর্তমানে (২৩/১২/২০২৫) খেজুর আমদানির ক্ষেত্রে আমদানি শুল্ক ২৫ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ১৫ শতাংশ করা হয়েছে। আমদানি পর্যায়ে অগ্রিম কর ১০ শতাংশের পরিবর্তে ৫ শতাংশ করা হয়েছে। খেজুর আমদানিতে ৫ শতাংশ নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক সম্পূর্নভাবে প্রত্যাহার করা হয়েছে।

খেজুর ও অন্যান্য ফল আমদানির ক্ষেত্রে গত বছর অগ্রিম আয়করের যে ৫০% ছাড় দেওয়া হয়েছে তা এবছরও বহাল থাকবে।

শুকনা মরিচ (দেশী)ঃ

দেশীয় বাজারে শুকনা মরিচ (দেশী) কেজি প্রতি বিক্রয় মূল ৩২০-৩৮০ টাকা যা গত মাসে ছিল ৩০০-৩৮০ টাকা। দেশীয় বাজারে শুকনা মরিচ (বিদেশী) কেজি প্রতি বিক্রয় মূল্য ৩৮০-৪৫০ টাকা যা গত মাসে ছিল ৩৮০- ৪৫০ টাকা। (তারিখঃ ৩০-০৭-২০২৬)

ধনেঃ

দেশীয় বাজারে ধনে কেজি প্রতি বিক্রয় মূল্য ১৮০- ২৮০ টাকা যা গত মাসে ছিল ১৮০-২৮০ টাকা । (তারিখঃ ৩০-০৭-২০২৬)

তেজপাতা ঃ

দেশীয় বাজারে তেজপাতা কেজি প্রতি বিক্রয় মূল্য ১৮০-২২০ টাকা যা গত মাসে ছিল ১৮০-২২০ টাকা। (তারিখঃ ৩০-০৭-২০২৬)

দারুচিনিঃ

বর্তমানে প্রতি কেজি দারুচিনি ৫২০-৬০০ টাকা দরে বিক্রয় হচ্ছে যা গত মাসে ছিল ৫০০-৬০০ টাকা। (তারিখঃ ৩০-০৭-২০২৬)

এলাচঃ

বর্তমানে প্রতি কেজি এলাচ ৪৬০০-৫৫০০ টাকা দরে বিক্রয় হচ্ছে যা গত মাসে ছিল ৪৬০০-৫৫০০ টাকা। (তারিখঃ ৩০-০৭-২০২৬)

জিরা ঃ

বর্তমানে প্রতি কেজি জিরা ৬০০-৬৫০ টাকা দরে বিক্রয় হচ্ছে যা গত মাসে ছিল ৬০০-৭০০ টাকা। (তারিখঃ ৩০-০৭-২০২৬)

লবঙ্গ ঃ

বর্তমানে প্রতি কেজি লবঙ্গ ১৪০০-১৬০০ টাকা দরে বিক্রয় হচ্ছে যা গত মাসে ছিল ১৪০০-১৬০০ টাকা। (তারিখঃ ৩০-০৭-২০২৬)

মসলাঃ

জিরা, দারুচিনি, এলাচি, লবঙ্গ, গোলমরিচ, ধনিয়া ইত্যাদি মসলার ৫ শতাংশ নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক সম্পূর্নভাবে প্রত্যাহার করা হয়েছে।

ডিমঃ

এফবিসিসিআই তথ্যমতে, বর্তমানে প্রতি হালি ডিম ৪৫-৫০ টাকা ধরে বিক্রি হচ্ছে। **ডিমের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে।** (তারিখঃ ৩০-০৭-২০২৬)